সংবাদ

তারিখ 15 JUL 2017
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন কর্তনের সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক

অবিলম্বে প্রত্যাহার করুন

জুলাই মাসে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের যখন বার্ষিক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে বেতন বৃদ্ধি পাচ্ছে তখন বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন থেকে অবসর সুবিধা বোর্ড ও কল্যাণ ট্রাস্টের জন্য অতিরিক্ত টাকা কেটে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই সিদ্ধান্তে ৫ লাখ শিক্ষক-কর্মচারীর মধ্যে চাপা অসন্তোষ বিরাজ করছে। প্রজ্ঞাপনের আগে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন থেকে ২ শতাংশ কল্যাণ ট্রাস্ট খাতে ও ৪ শতাংশ অবসর বোর্ড খাতে কেটে নেয়া হতো। নতুন প্রজ্ঞাপনে চাঁদার হার ২ শতাংশ করে বাড়িয়ে মোট ১০ শতাংশ করা হয়েছে। এর ফলে যে শিক্ষক ২২ হাজার টাকা বেতন পান, তার বেতন থেকে প্রতি মাসে দুই হাজার ২০০ টাকা কেটে রাখা হবে। অথচ বাড়তি টাকা দেয়ার বিনিময়ে চাকরি শেষে তারা অতিরিক্ত কোন আর্থিক সুবিধা পাবেন না। বেতন থেকে অতিরিক্ত চাঁদা কর্তনের গেজেট প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রগতিশীল শিক্ষক সংগঠনগুলো। তাদের অভিযোগ, প্রকৃত শিক্ষক নেতাদের সঙ্গে কোন রকম আলোচনা না করেই তথাকথিত কয়েকজন শিক্ষক নেতার ইন্ধনে প্রায় পাঁচ লাখ শিক্ষক-কর্মচারীর বেতনভাতা কমিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

সহযোগী দৈনিকের খবরে জানা গেছে, সরকার তার প্রতিশ্রুতি মোতাবেক প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না দেয়ায় ৪০ হাজারের বেশি শিক্ষক-কর্মচারী ৫ থেকে ৭ বছর আগে আবেদন করেও এখনও প্রাপ্য অবসর ভাতা পাচ্ছেন না। অন্যদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে বলা হয়েছে, দ্রুত অবসর ভাতা দেয়ার জন্যই শিক্ষকদের বেতন থেকে অতিরিক্ত চাঁদা কর্তন করা হচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে, যে অর্থ দেয়ার কথা সরকারের তা এখন আদায় করা হবে শিক্ষকদের কাছ থেকেই। কোন নোটিস ছাড়াই আকস্মিক সিদ্ধান্তে তাদের বেতন কমিয়ে দেয়া হলো। স্বাভাবিকভাবেই এর চাপ এসে পড়বে তাদের দৈনন্দিন জীবনে। আমরা জানতে চাই, এসব নিয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা হলো না কেন? তাদের কথা শোনা হলো না কেন? নতুন প্রজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে শিক্ষক সংগঠনগুলো আন্দোলনের কর্মসূচি নিচ্ছেন। যদি তারা আন্দোলনে নামেন তবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হবে শিক্ষার্থীদের। তাদের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হবে। শিক্ষার্থীদের এই ক্ষতির দায় কে নেবে?

দুর্নীতি, অনিয়মে বিপর্যস্ত ব্যাংকিং খাতকে জনগণের করের টাকায় বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। জনগণের ঘাড়ে করের বোঝা চাপিয়ে অনিয়মের ফলে সৃষ্ট মূলধন ঘাটতি মেটানো হচ্ছে। এখন শিক্ষকদের অবসর ভাতা দেয়ার ক্ষেত্রেও প্রতিশ্রুত অর্থ না দিয়ে, বেতন কর্তনের মাধ্যমে উল্টো তাদের ওপর চাপ বাড়ানো হবে। আমরা বলতে চাই, এটাই যদি নিয়ম হয়, তবে ব্যাংক কর্মকর্তাদের বেতনও কর্তন করা হোক। এই বেতন কর্তনের মাধ্যমে তাদের দুর্নীতি, অনিয়মের খেসারত দেয়া হোক। যে ব্যাংকে যত বেশি খেলাপি ঋণ ও লুটপাট সেই ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন থেকে তত বেশি যাবে। অর্থ কর্তন করে ব্যাংকের তহবিল যোগান দেয়া হোক।

আমরা মনে করি, কোনরকম আলোচনা না করেই বেতন কর্তনের সিদ্ধান্ত শিক্ষকদের ওপর হুট করে চাপিয়ে দেয়ার অর্থ তাদের বিপদে ফেলা। একটি সুস্থ ও মানবিক বোধসম্পন্ন সমাজ ব্যবস্থায় যা কখনই কাম্য নয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এমন তুঘলকি নিয়ম বন্ধ করতে হবে। পাশাপাশি অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকরা যাতে দ্রুত অবসর ভাতা পান সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এর জন্য যদি নতুন করে অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন হয়, তবে তাই করা উচিত। শিক্ষকদের ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে আরও দায়িত্বশীল হতে হবে। শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ যেন কোন অনাকাঙ্ক্ষিত কারণে বিঘ্নিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।